দৈনিক বাংলা
তারিখ 01 APR 1987
পৃষ্ঠা 5 কলাম 1

033
বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

গ্রাম বাংলা ও শিক্ষা

দু' হাজার সাল নাগাদ সবার জন্যে শিক্ষা বিষয়ক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে বেগম রওশন এরশাদ আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার একটি মারাত্মক প্রবণতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি বলেন, বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা ক্রমেই রাজধানী ও শহরমুখী হয়ে উঠছে। এর দৃষ্টি গ্রামের দিকে ফেরাতে হবে। এ বক্তব্যে বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থা সংক্রান্ত একটি অনভিপ্রেত সত্য সামনে আসার সুযোগ পেলো।

গ্রাম নিয়েই বাংলাদেশ নয়, বরং বলা উচিত গ্রামই বাংলাদেশ। এখন পর্যন্ত আমাদের মোট জনসংখ্যার ছিআশি শতাংশ গ্রামের অধিবাসী। অথচ শিক্ষার সুযোগ-সুবিধে সংক্রান্ত বিকাশ যেটুকু ঘটছে তার কেন্দ্র শহরেই অবস্থিত। গ্রামে স্কুল-কলেজ নেই কিংবা নতুন স্কুল-কলেজ সেখানে গড়ে উঠছে না এমন নয়; চাহিদার চাপে কিছু কিছু কাজ অবিশ্যিই হচ্ছে। কিন্তু এই হওয়া গুণে এবং পরিমাণ এই উভয় মানেই শহরের সঙ্গে তুলনায় আসারও যোগ্য নয়। গ্রামের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো কোনক্রমে অস্তিত্ব বজায় রেখে চলেছে এর বেশি কৃতিত্বের দাবিও সম্ভবত আজ তারা করতে পারে না। উচ্চতর প্রতিষ্ঠানের কথা বাদ দিয়ে যদি কেবল শহর ও গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের তুলনামূলক ছবি সামনে আনা হয়, হতাশার অতিরিক্ত কিছু পাওয়ার নেই এ কথা নিশ্চিত করেই বলা চলে।

এই বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে সবার জন্যে শিক্ষা একটা নির্ধারিত সময়ের মাধ্যমে বাস্তবায়ন অকল্পনীয়। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় সহজাতভাবেই শহরের একটা প্রাধান্য রয়েছে। এ সত্য স্বীকার করে নিলেও জাতীয় শিক্ষা কার্যক্রম ও গণতান্ত্রিক জীবন বিধানের মূল লক্ষ্যের প্রেক্ষিতে আমাদের তৎপরতার গতি অবশ্যই ফেরাতে হবে। গ্রাম ও শহরের মাঝে এরই মধ্যে বিস্তর ফারাক বা দূরত্ব তৈরী হয়ে গেছে। শিক্ষার মতো একটি বুনিয়াদি চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে এ দূরত্ব হ্রাস আশু কর্তব্য।

গ্রামে অবস্থিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোর বস্তু ও গুণগত মানোন্নয়ন এ দেশে শিক্ষা বিষয়ক যে কোন উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনার পূর্বশর্ত হওয়া উচিত। শিক্ষার উপকরণ ও যোগ্য শিক্ষকের অভাব মোচন মুলতবী রেখে এ ক্ষেত্রে কোন সাফল্য কল্পনা করাও অপরাধ গণ্য হওয়া উচিত। এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় উল্লেখই যথেষ্ট মনে করি যে যোগাযোগ ব্যবস্থা বাংলাদেশের দূরতম প্রান্তকেও দিন দুই-এর সীমায় নিয়ে এলেও আজো শহর ও গ্রামের বিদ্যালয়ে বই পৌঁছানোর মাঝে কয়েক মাস কেটে যাওয়ার অভিযোগ থামানো যায়নি। ঘর থাকলে বেঞ্চ নাই, বেঞ্চ আছে তো শিক্ষক নাই এটাই গ্রামীণ শিক্ষালয়ের স্বাভাবিক ছবি। যদিও গ্রামেই বেশির ভাগ শিক্ষার্থীর অবস্থান।

বেগম এরশাদ এই শোচনীয় পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে শিক্ষানুরাগী সকলের কৃতজ্ঞতা অর্জন করেছেন। উন্নয়নের পূর্বশর্ত যে শিক্ষার বিস্তার তাতে নিয়োজিত সম্পদ ও শক্তিকে অর্থবহ করে তুলতে হলে আমাদের অবশ্যই গ্রামের দিকে মুখ ফেরাতে হবে।